শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
For Private Circulation Only
ECHOES INDIA
জানুয়ারী ২০১৩ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

শুভ নববর্ষ !

এক প্রবল চাপের বছর

দীর্ঘসময় ধরে মারাত্মক অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে গুরুদেবের সাল অতিবাহিত হল। জুলাই মাসে তাঁর অসুস্থতার জন্য তিনি তিরুপ্পুর যেতে পারেন নি, যেখানে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হয়েছিল। ১৫ আগষ্ট মানাপাক্কামে এক বিশেষ সমাবেশের আহ্বান করেন। সেখানে তিনি মিশনের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কুড়ি হাজার অভ্যাসীর উপস্থিতিতে তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে ভ্রা: কমলেশ প্যাটেলকে সহ সভাপতি পদে অভিষিক্ত করে প্রশাসনিক বোঝা লাঘব করেন। এরপর থেকেই তাঁর স্বাস্থের উন্নতি ঘটতে শুরু করে।

গত তিনমাসে তাঁর শরীরের অনেক উন্নতি হয়েছে। ধীরে ধীরে অক্সিজেন দেওয়া বন্ধ হয়েছে এবং হুইল চেয়ারের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়েছে। এখন সামান্য এক লাঠি দিয়ে এবং কোন একজনের সাহায্য নিয়ে অনায়াসে আগের মত হেঁটে ধ্যান কক্ষে আসছেন এবং গুরুদেব ছবিতে মাল্যদান করছেন। তিনি এখন নিজের গাড়িতে চড়তে পারছেন এবং গল্ফ কার্টে আশ্রমে ঘুরে বেড়াতে সক্ষম। তিনি আবার দেশের নানা স্থানে যাবার কথাও আলোচনা করছেন। নিরন্তর অভ্যাসীর মানাপাক্কামে আসা– যাওয়া চলছেই এবং তিনি অবশ্যই তাদের সৎসঙ্গ করাছেন। প্রসাশনিক কাজে অনেক সময় দিতে পারছেন। এছাড়া নিয়িমিত ই–মেইলেতে চিঠি পত্রের উত্তর দিচ্ছেন।

গায়েত্রীতে যাবার পর গুরুদেবের আরোগ্য অনেক দ্রুত হতে থাকে। আশ্রমে হঠাৎ সৎ সঙ্গ এ হাজির হয়ে তিনি অভ্যাসীদের চমকে দেন। তাঁর খাবারের পরিমানও বেড়েছে। চোখে মুখে তেমন ব্যথা ও ক্লান্তির ছাপ না থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি তিনি ক্লান্ত হয়ে যান।

খুব বেশী দিনের কথা নয়। ভ্রা: মাধবের বাড়িতে একজন অভ্যাসী গুরুদেবকে বলেছিলেন, "গুরুদেব, এরপর থেকে আপনার আর কোন কষ্ট থাকবে না। আপনি অনেক কষ্ট ভোগ করেছেন।" গুরুদেবের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি ডান হাত প্রসারিত করে বলেছিলেন– "তথাস্তু"। আমাদের আশা ও প্রার্থনা নতুন বছর গুরুদেবের জীবনে বসন্ত নিয়ে আসুক এবং তাঁকে সুস্বাস্থে ও আনন্দে সমৃদ্ধ করুক।

নতুন বছর গুরুদেব খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়েন। বাড়ির সকলকে ও তাঁর কাছে থাকা কয়েকজন অভ্যাসীকে অভিনন্দন জানান। খুব তাড়াতাড়ি তিনি তৈরী হয়ে আশ্রমে উপস্থিত অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন। গুরুদেব অনেক আগেই আশ্রমে পৌঁছে যান। আশ্রমে প্রায় ৭৫০০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিল। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাসী ও শিশুরা গুরুদেবকে আশ্রমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অভিনন্দন জানান। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব "পূর্ব–ধারনা" বা "পূর্ব–বিচার" এর উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, পূর্বধারনা সৃষ্টি হয় যখন আমরা অপরকে বিচার করি। আবার যখন নিজেকে বিচার করি তখনও "পূর্ব–ধারনা" সৃষ্টি হয়, কারন যখন আমি নিজেকে বিচার করি তখন সেই বিচারের মাধ্যমে আমরা নিজেকেই অবমূল্যায়ন করি।" তিনি বলেন, "সুখ মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নয় বরং ক্রমবিকাশই হল মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য।"

ভাষণ দানের পর গুরুদেব প্রেক্ষাগৃহের কাছে যান। ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও সেখানে অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন, বাচ্চার নামকরণ করেন, উপহার গ্রহণ করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন, মিশনের বিষয়ে আলোচনা করেন। গুরুদেব আশ্রমেই মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে দুপুর ১টা নাগাদ গায়েত্রীতে ফিরে যান। সন্ধ্যায় আবার তিনি ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড থেকে আসা অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন, যাঁরা ঐ দিন রাতে দেশে ফিরে যান। গুরুদেব তাঁর অতীত ইউরোপ সফরের কথা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

গুরুদেব বলেন, "বাবুজী বলতেন–জ্ঞানের অজ্ঞতা ও অজ্ঞতা। এই দুই অজ্ঞতায় তফাৎ কোথায়? প্রথমটি হল– তুমি কিছুই জানো না, আর দ্বিতীয়টি হল– তুমি সবকিছু জেনেও কিছুই জানো না। জ্ঞান অনন্ত। জ্ঞানের কোন শেষ নেই।"

অক্টোবর ২০১২

এই মাসের প্রথম কয়েক সপ্তাহ গুরুদেবের স্বাস্থ্য কতক উন্নতি হচ্ছিল। ফিজিওথেরাপী, প্রাত:রাশ, বিশ্রাম সব নিয়মিত চলছিল। প্রাত:রাশের সময় তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো হত। এরপর তিনি ই–মেইলে কাজ শুরু করতেন।

১২ অক্টোবর সকাল ৯টায় সৎসঙ্গ শেষ করে গুরুদেব ডর্ম–এ তে পুনের অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং তারপর সিটিং দেন।

১৩ অক্টোবর কটেজের মেরামতির কাজ শুরু হয়। কটেজ ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়া শুরু হয়।

একদিন মধ্যাহ্নভোজের পর প্রায় একঘন্টা গুরুদেব বার্তালাপ করেন। ফ্রান্সের প্রায় ১৫ জন অভ্যাসী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে জানতেন, তাঁর নাম ধরে ডাকতেই ঐ ভগিনী একেবারে আপ্লুত হয়ে যায়। গুরুদেব বলেন, আমরা যখন প্রেম করি, তখন মনে রাখি। এমনকি বাহ্যিক ক্ষেত্রেও আমরা গন্ধ, বর্ণ, এসব মনে রাখি। আর এই মনে রাখাই কোনও বিশেষ ঘটনাকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনে।

১৪ অক্টোবর রবিবার, এক অসাধারণ দিন। প্রায় তিনমাস পর গুরুদেব ধ্যানকক্ষে আসেন এবং একঘন্টা সৎসঙ্গ পরিচলনা করেন। এরপর তিনি ভ্রাঃ মাধবের বাড়িতে যান। সেখানে তিনি বাইরে বসেন এবং ভ্রাঃ সংস্কৃত কান্নান তাঁর নিয়মমতো রবিবারের রুটিন অনুযায়ী ভাগবৎ গীতা থেকে একটা অধ্যায় পাঠ ও তার শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করতে থাকেন।

২০ অক্টোবর, শনিবার গুরুদেবের শারীরিক উন্নতির আরোও এক প্রধান লক্ষণ, যেদিন তিনি মাত্র একজনের সহায়তায় লাঠি নিয়ে হেঁটে বাইরে আসেন। গুরুদেব ইরাণ থেকে আসা কিছু অভ্যাসী ভগিনীর সাথে দেখা করেন। তিনি তাদের সাথে এবং হলে সমবেতঅন্যান্য অভ্যাসীদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে বার্তালাপ করেন। যে কেউ অনুভব করতে পারেন যে তিনি সূক্ষ্মভাবে ও গভীরভাবে সকলের উপর কাজ করে চলেছেন।

গুরুদেব বলেন যে আধ্যাত্মিক কাজের ক্ষেত্রে কোন শুরু বা শেষ নেই। কাজ সবসময়ই হয়ে চলেছে ও ভবিষ্যতেও হতে থাকবে এবং বর্তমানেও অনেক কাজ করতে হবে। এখনও পর্যন্ত কোন কাজই হয়নি, এরকম ভাবা অহংবোধেরই পরিচায়ক মাত্র। আমাদের পূর্বসূরীরা যে সমস্ত কাজ করে গেছেন, আমাদের এখনকার কাজ হচ্ছে সেগুলির প্রতি যত্নবান হওয়া এবং কখনও ভাবা উচিত নয় যে এখনও তেমন কাজ হয়ে ওঠেনি। এসবের পরিবর্তে আমাদের বিনম্র চিত্তে ও ভালোবেসে কাজ করে যাওয়া উচিত।

একদিন সন্ধ্যায় আবহাওয়া জনিত কারণে গুরুদেব বাইরে আসেন নি। তবুও তিনি ওমেগা স্কুল থেকে আসা ছাত্রদের সাথে দেখা করেন। তারা কোন এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি ছাত্রদের কথা শোনেন এবং তাদের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

ভ্রাঃ এ পি দুরাই গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তামিলনাড়ুর বিভিন্ন কেন্দ্রে তার পরিদর্শনের কথা জানান। তিনি বলেন যে, আমরা এখন যে সব উন্নতি দেখতে পাই তা গুরুদেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সফরের ফল এবং গুরুদেব অনেক বার এই সব শহর ও কেন্দ্রে ভ্রমণ করেছেন। গুরুদেব বলেন, তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়স ঘুরে বেড়ানোর জন্য সব থেকে ভালো সময় এবং এই সময় এই ধরণের কাজ যতদূর সম্ভব দক্ষতার সঙ্গে করা উচিত। যখন আমাদের বয়স বাড়ে তখন শারীরিক ক্লান্তি এই ধরণের ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন গুরুদেব আশ্রমের চারিদিকে ঘুরে বেড়ান এবং কটেজের পুনর্নির্মাণ ও ধ্যানকক্ষের কাজ দেখেন ও তারপরে ডর্ম A তে যান ও বক্তৃতা দেন এবং ক্যান্টিনে সিটিং দেন।

তিনি সব জায়গাতে দাঁড়ান ও অভ্যাসীদের জন্য সময় ব্যয় করেন। এইভাবে দীর্ঘ সময় আশ্রমে ঘুরে বেড়ানো গুরুদেবের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে যান এবং সারাদিন যন্ত্রনায় কষ্ট পান। সন্ধ্যায় গুরুদেব অসুস্থ বোধ করেন এবং ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেন যে, এটা ক্লান্তি ও চাপের জন্য হয়েছে।

অক্টোবরের শেষের দিকে গুরুদেবের জ্বর হয়। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁকে স্যালাইন ড্রিপ দেওয়া হত এবং পিঠের দিকে কিছু অবলম্বন করে বিছানায় একটু বসতেন। তিনি বেশী কিছু বলতেন না এবং তাঁকে খুব বিষণ্ণ দেখাত। গুরুদেব বলতেন, 'আমার খেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু এরা আমাকে খাওয়াবে এবং এটা নিশ্চিত করবে যে, আমি কিছু খেয়েছি।'

ব্যাঙ্গালোর সেমিনারের সময় ভ্রাঃ কমলেশ গুরুদেবকে বলেন যে, আশ্রমে সন্ধ্যার সৎ সঙ্গ দারুণ হয়েছে এবং এটার তুলনা নেই। গুরুদেব বলেন যে, এটা সম্ভব হয়েছে পূর্ব প্রস্তুতির জন্য। ব্যাঙ্গালোরের এক প্রিসেপটার জানিয়েছিলেন যে, সমাবেশে আসার আগে সকল অভ্যাসী সিটিং নিয়েছে। গুরুদেব বলেন, "হ্যাঁ, সাফাই এর জন্য এটা সম্ভব হয়েছে"। আমরা যখন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য মানাপাক্কামে যাই তখন সিটিং নেওয়া খুব জরুরী, তাহলে আমরা গুরুদেবের ভালোবাসার দান যা তিনি সবসময় আমাদের ঢেলে দিতে প্রস্তুত তা গ্রহণ করতে পারব।

নভেম্বর ২০১২

গুরুদেবের শরীর বেশ খারাপ এবং অ্যান্টিবায়োটিক্স্ এর প্রভাবে তিনি প্রায় সব সময় বিষণ্ণ ও তন্দ্রাছন্ন। BiPAP মেশিন ছাড়া তিনি ভালোভাবে শ্বাস নিতেও পারেন না। যাই হোক ফুসফুসে জমা থাকা তরল পরিস্কার করার পর কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। CT স্ক্যান করে আভ্যন্তরীণ সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল।

দীপাবলীর কয়েকদিন আগে ভ্রাঃ ভাস্করণ কিছু মিষ্টি নিয়ে আসেন যেগুলো বিশেষভাবে তৈরী। গুরুদেব নির্দেশ দিয়েছিলেন কিভাবে সেগুলো তৈরী করতে হবে। তৈরী করার সময় ভিজে হাত দেওয়া উচিত নয়, তাহলে মিষ্টি তাড়াতাড়ি খারাপ হতে পারে। কোনো কিছু সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য তিনি যথেষ্ট যত্নশীল।

৯ নভেম্বর শুক্রবার ভ্রাঃ কমলেশ আশ্রমে কয়েকটি বিবাহ সম্পন্ন করান। তারপর অভ্যাসী দম্পতি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তিনি তাদের সকলকে সিটিং দেন। সন্ধ্যায় ফিজিওথেরাপীর পর তিনি বাইরে আসেন এবং হলে বসেন। যখনই কিছু অভ্যাসী তাঁর পাশে সমবেত হতে থাকেন, তিনি চোখ বুজিয়ে বসেন যেন সিটিং দিতে শুরু করেছেন। প্রায় ৩০ মিনিট পরে তিনি চোখ খোলেন এবং শুভরাত্রি বলে বিদায় নেন।

পরে এটাই ছিল গুরুদেবের নিয়মিত রুটিন। তিনি হলে এসে বসতেন এবং যখনই অভ্যাসীরা চারপাশে সমবেত হতে শুরু করতেন, তিনি চোখ বন্ধ করে বসতেন। তিনি কখনও বলেননি, "প্লীজ্ স্টার্ট" কিন্তু শেষে তিনি বলতেন, "দ্যাট্স্ অল্"। একদিন সন্ধ্যায় গুরুদেব যখন ঘরে গেলেন, তখন সেখানে নাগপুর থেকে আসা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর ঘরে যায়। গত দুদিন থেকে তারা গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের একজন বলল, "গুরুদেব, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন, আমরা তোমায় ভালোবাসি"। গুরুদেব উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি; সেই জন্যই তো বেঁচে আছি"। কথা বলার সময় গুরুদেবের মুখাবয়ব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

১১ নভেম্বর, রবিবার গুরুদেব নিজেই তাঁর হুইলচেয়ার চালিয়ে বাইরে আসেন। এখন তিনি অনায়াসেই রাস্তার মোড় অতিক্রম করে সহজেই উপরে উঠে যেতে পারেন। গুরুদেব যখনই ধ্যান কক্ষে প্রবেশ করলেন সমস্ত অভ্যাসী সহর্ষে আন্তরিক ভালোবাসায় তাদের প্রিয়তম গুরুদেবকে স্বাগত জানালেন। গুরুদেব এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট ধরে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। দীপাবলীর দিন গুরুদেব অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জন্যই এ সম্ভব হয়েছিল, যা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন বাইরে এসে অভ্যাসীদের সাথে দেখা করার জন্য। বহুসংখ্যক অভ্যাসী যারা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তিনি তাদের সাথে দেখা করতেন। গুরুদেব পাঁচ মিনিটে ৫০ জনেরও বেশি অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, "আমি ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম চাই। আর কারুর সাথে দেখা নয়"। অপরাহ্নে তিনি একদল অভ্যাসীর সাথে তাঁর শোবার ঘরে দেখা করেন।

দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার কেন্দ্রগুলি থেকে আগত প্রায় ৩০ জন প্রশিক্ষকের সঙ্গে গুরুদেবের এক বৈঠক ছিল। তিনি তাদের সিটিং দেন এবং তাদের উদ্দেশে প্রশিক্ষকদের কাজ ও সাধারণ কাজের উপর এক শক্তিশালী ভাষণ দেন।

গুরুদেব বলেন কেমনভাবে আমাদের কাজকে আন্তরিকভাবে নেওয়া

উচিত এবং আমরা যদি কাজের মধ্যে গভীরভাবে ডুবে যাই, সমস্ত বাধা দূর হয়ে যায়। আমরা অবাক হয়ে যাই কাজের মাধ্যমে আমরা যা শিখি বা আমরা যেভাবে উপকৃত হই। সিটিং এর শুরু ও শেষ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গুরুদেব বলেন, "একজন কেবলমাত্র একটা কাজ শুরু করতে পারে, কিন্তু শেষ করাটা তাঁর (বাবুজীর) হাতে"।

একদিন রাত্রিতে মুভি দেখার পর, গুরুদেবের রাতের খাবার ছিল দই ও চাল দিয়ে তৈরী এক দক্ষিণ ভারতীয় পদ 'মোর–কালি'। গুরুদেব প্রত্যেককে বিতরণ করেন এবং বলেন, "এটা আমার সুস্থ হয়ে ওঠার লক্ষণ"। গুরুদেবের শারীরিক উন্নতির সাথে সাথে ভ্রাঃ সংস্কৃত কান্নান রবিবারে গীতা পাঠ আবার চালু করেন। একমাসের মধ্যেই গুরুদেব চলতে ফিরতে বেশ সক্ষম হয়ে ওঠেন। নিয়মিত ভাবে তিনি বাইরে আসতে পারতেন এবং রৌদ্রে বসে তিনি অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করতেন। এক আলোচনায় গুরুদেব ধ্যানকক্ষের মঞ্চের ছবি দেখছিলেন কিছু প্রস্তাবিত পরিবর্তনের জন্য। তিনি উপস্থিত প্রত্যেকেরই মতামত জানতে চাইছিলেন এবং বললেন, "এখানে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি"। অবশেষে সকলের মতামত নেওয়ার পর কাজের অগ্রগতির জন্য তিনি কিছু নির্দেশ দিলেন।

আরোও একটা ঘটনা যেটা গুরুদেবের সুস্থ হয়ে ওঠা বোঝায়, যেদিন তিনি লাঠি নিয়ে হেঁটে বাইরে এলেন। ফিজিওথেরাপিস্ট্ বলেন, "গুরুদেব আজই আমার শেষ দিন"। গুরুদেব উত্তরে বললেন, " এ সম্ভব হয়েছে একমাত্র তোমার প্রচেষ্টায়, ধন্যবাদ !"

ডিসেম্বর ২০১২

ডিসেম্বরে গুরুদেবের স্বাস্থ্য আরও অনেক উন্নতি হয়। তিনি গল্ফ কার্টে ধ্যান কক্ষে এসে হেঁটে মঞ্চেও ওঠেন। দীর্ঘ অসুস্থতা পর এই প্রথম তিনি এই ভাবে আসতে সক্ষম হন। প্রথম সপ্তাহে প্রবল বৃষ্টি হওয়ার জন্য তিনি গাড়িতে যেতে চেষ্টা করেন। তাই সন্ধ্যাবেলায় ফিজিওফেরাপীর পরিবর্তে গুরুদেব হেঁটে গেট পর্যন্ত এসে গাড়িতে ওঠেন, তারপর গাড়ীর আশেপাশে অল্প একটু চলাফেরা করেন। এ হল স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় গুরুদেব এক তথ্যচিত্র দেখছিলেন। নাম– "দ্য রিভিলেশন অব দ্য পিরামিড্স্"। এ এক খুব তথ্য সমৃদ্ধ চিত্র যাতে পিরামিড ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্থাপত্যের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক চর্চা হয় এবং গুরুদেব বলেন মহাজাগতিক কাজের জন্য পরিবর্তন কতটা জরুরী। একজন প্রশ্ন করেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আমাদের কি করা উচিত। উত্তরে গুরুদেব বলেন, "সবচেয়ে ভালো উপায় হল সেইসময় ধ্যান করা, যাতে যে কোন বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে আমরা সক্ষম হই।"

প্রশিক্ষক হওয়ার জন্য তৈরী বেশ কয়েকজন অভ্যাসীকে গুরুদেবের কাছে হাজির করলে তিনি মজা করেন বলেন, "আমি এখন ভালো, তাই আবার এই কাজ আমাকে শুরু করতে হবে।" গুরুদেবের অসুস্থাতার দিনগুলিতে ভ্রা: কমলেশ প্রশিক্ষক তৈরীর কাজ করছিলেন।

গায়েত্রীতে প্রত্যাবর্তন

প্রায় সাড়ে পাঁচটার পর গুরুদেব গায়েত্রীতে ফিরে যান। ঘরে ফিরে আবার আগের মত তাঁর নিয়মিত কাজকর্ম শুরু করে দেন, অর্থাৎ সিটিং দেওয়া, প্রসাশনিক কাজ, দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করা এবং স্বাভাবিক বার্তালাপ শুরু করে দেন। খাবার টেবিলে মধ্যাহ্নভোজের পর প্রায় একঘন্টা গুরুদেব কথাবার্তা বলেন। তাঁর অসুস্থতার দিনগুলিতে অনেক কিছুই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। যখন অভ্যাসীরা তা মনে করিয়ে দিলে তিনি খুব আশ্চর্য হন।

স্বাভাবিক বার্তালাপের সময় তিনি হিংসার প্রসঙ্গে বলেন, অনেকে তাঁর প্রতি এবং বাবুজীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার জন্য হিংসা করত। একজন জিজ্ঞাসা করেন, হিংসা করা ঠিক কি?

গুরুদেব বলেন, "আমিও এই কথা বাবুজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এবং উত্তরে তিনি বলেন, "না হিংসা থাকা ভালো নয়।" তিনি বলেন, হিংসা অমার্জনীয় ব্যাপার আর এক্ষেত্রে কোনও পরামর্শ দেবার কিছু নেই। হিংসার অর্থ হল, গুরুদেবের ক্ষমতার উপর সন্দিহান হওয়া।"

ড: ইচাল আদিজের পরিদর্শন

১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বর তিনদিন GST কার্য্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ড: আদিজ এসেছিলেন। একদিন ড: আদিজ গুরুদেবকে মানবুকলের ভবিষ্যৎ কি ? সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে গুরুদেব বলেন–খুব ভালো। তখন তিনি সম্ভাব্য পারমানবিক আঘাত, ধ্বংস ইত্যাদির কথা বললে, গুরু বলেন, "এ সব ধ্বংস নয় ,বরং প্রগতির পথে সৃষ্ট বাধাগুলির অপসারণ। এরপর আলোচনা ঈশ্বর, গুরু এসব বিষয়ের দিকে মোড় নেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কাকে বিশ্বাস করা উচিত– ঈশ্বর না গুরু ? উত্তরে গুরুদেব বলেন, "আমি আমার গুরুদেব বাবুজী মহরাজকে বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে নয়। সহজ মার্গ বলে, ঈশ্বরের মন নেই আর এই ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের কাজ শেষ। এরপর গুরুদেব বলেন, "যে দিব্য সত্তা সৃষ্টির ভাগ্য নিয়ন্তা, সে কখনো নিজে কাজ করতে পারে না। এই পৃথিবীকে কাজ করার জন্য তাঁর দরকার গুরুর মত এক মাধ্যম, তবেই সে কাজ করতে পারে।" ভ্রা: ইচাক আবার প্রশ্ন করেন, প্রেমে এত ভয় কেন ? উত্তরে গুরুদেব বলেন– "তার কারণ হল আমরা দিতে পারিনা। শুধু দিয়ে যাও দেখবে, সব ভয় দূর হয়ে গিয়েছে।" গুরুদেব আরও বলেন, " তুমি যত দেবে তত দেবার রসদ তোমার কাছে আসবে এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত করতে পারি।"

১৬ ডিসেম্বর রবিবার, গুরুদেব তাঁর বাসভবনে অপেক্ষারত ঝাড়খন্ডের অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। এরপর তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ডঃ ইচাকের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত থাকেন। প্রশিক্ষকের কাজের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তাঁরা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান এইজন্য একদল অভ্যাসীর আধ্যাত্মিক প্রগতির দায়িত্ব তাঁদের হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে। তাই অভ্যাসীর প্রগতির স্বার্থে প্রশিক্ষককে প্রয়োজনে নরকে যাবার জন্যও তৈরী থাকতে হবে"।

২৩ ডিসেম্বর গায়েত্রীতে গুরুদেব আটটি বিবাহ সম্পন্ন করান। খ্রীষ্টমাসের দিন হঠাৎ আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করে অভ্যাসীদের বিস্মিত করে দেন। সৎসঙ্গের পর যথারীতি তিনি আশ্রমের মেরামতির কাজ ও প্রেক্ষাগৃহে পরিদর্শনে যান। তিনি খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী অভ্যাসীদের ডেকে কিছু উপহার দেন।

২৯ ডিসেম্বর শনিবার প্রবল দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকা সত্ত্বেও তিনি একঘন্টা সৎসঙ্গ করিয়ে গায়েত্রী চলে যান। ঐ দিন সন্ধ্যায় গায়েত্রীতে সিটিং শেষ হলে তিনি দুই বিদেশী অভ্যাসীর থেকে উপহার গ্রহণ করেন। ভ্রাঃ ইগর ও ডঃ আল্লা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গাছের ছবি গুরুদেবকে উপহার দিতে তিনি বলেন, – এই সিকোয়া গাছের যত বয়স বাড়ছে তত সে শক্তিশালী হচ্ছে, তাই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবও তেমন শক্তিশালী হোন। তাঁরা গুরুদেবকে কিছু শীতের পোষাক উপহার দিয়ে বলেন রাশিয়া ও সংকোলে যাবার জন্য তাঁর এই গরম পোষাক দরকার হবে। গুরুদেব সহাস্যে তাঁদের উপহার গ্রহণ করেন।

৩১ ডিসেম্বর রাতে শোবার আগে একজন অভ্যাসী বলেন – গুরুদেব এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপহার হল আপনি প্রবল অসুস্থতা কাটিয়ে সুস্থ হয়ে আমাদের কাছে এসেছেন উত্তরে গুরুদেব বলেন,–"আমার কাছে এ বছরের শ্রেষ্ঠ উপহার হল তোমরা সবাই আমার পাশে আছো।" এই কথপোকথনের মূহুর্ত খুব আবেগময় ছিল। এরপর নীরবতা। গুরুদেব সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুতে চলে যান।

মানাপাক্কমে আয়োজিত আলোচনা চক্র

১৬ থেকে ২৯ অক্টোবর ২০১২

গোরক্ষপুর থেকে ২৫০ জন অভ্যাসী এবং পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চন্ডিগড় থেকে প্রায় ৪০০ অভ্যাসী এই আলোচনা চক্রে যোগ দেন ।

২৩ থেকে ২৮ অক্টোবর ২০১২

নয়ডা কেন্দ্র থেকে ২০০ জন অভ্যাসী এবং ফৈজাবাদ, ফরিদাবাদ, আলিগড়, রামপুর এবং চিকলী থেকে আরও অনেক অভ্যাসী এই আলোচনায় যোগ দেন । প্রায় ৫০০ জন অভ্যাসী সারাদিন সৎসঙ্গ, দলগত আলোচনা, সিটিং প্রভৃতি নানা কার্য্যক্রমে ব্যস্ত থাকেন।

৩০ থেকে ৪ নভেম্বর ২০১২

বাঙ্গালুর থেকে ১৩০০ জন অভ্যাসী আলোচনা চক্রে যোগ দেন। ভ্রাঃ কমলেশ প্রথম দিন ভাষণ দেন। এরপর রোজ নানা **DVD** দেখানো, বৃক্তা ইত্যাদির আয়োজন করা হয় । প্রশিক্ষকদের জন্য বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা ছিল।

৬ থেকে ১১ নভেম্বর ২০১২

বিরুধনগর, আলুভা, নাগপুর, বেরিলি থেকে অভ্যাসীরা এই সমাবেশে যোগ দেন । নাগপুর কেন্দ্রের কিছু শিশু আশ্রমের বাতাবরণ একেবারে প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রায় ৫০০ অভ্যাসী এতে অংশগ্রহণ করেন।

১২ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০১২

গুজরাট থেকে ১২০০ জন অভ্যাসী দীপাবলীর সপ্তাহে আলোচনা চক্রে অংশ নেন ।গুরুদেবের শরীর ভালো ছিল। তাই মঙ্গলবার ও বুধবার আশ্রমে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং শিশু ও অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর উপস্থিতি সকলের অন্তরে উপলব্ধি হয়েছিল।

২০ থেকে ২৫ নভেম্বর ২০১২

করিমনগর জেলা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি ও গোদাবরীখানি, পেড্ডাপল্মী, জম্মিকুন্ডা, মাঞ্চেরিয়াল, জয়পুরম, শ্রীরামপুর, মাশামারী, বেল্লামপল্লী, গোলেটি, আসিফাবাদ, মিরপুর কেন্দ্র থেকে অভ্যাসীরা এই সমাবেশে যোগ দেন। প্রায় ৭০০ জন অভ্যাসী আলোচনা চক্রে অংশ নেন।

২৭ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বর ২০১২

সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, থাইল্যান্ড এবং জাপান থেকে প্রায় ১৫০ জন অভ্যাসী এই আলোচনা চক্রে যোগ দেন। এই আলোচনা চক্র সুনিপুন ভাবে সম্পন্ন করার জন্য গুরুদেব যথেষ্ট যত্ন নেন। গুরুদেব সব প্রশিক্ষকদের ভ্রাঃ মাধবের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন ও দীর্ঘ ভাষণ দানের পর সিটিং দেন। রবিবার গুরুদেব গল্ফকার্টে চড়ে আশ্রমে আসেন ও সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন।

৪ থেকে ৯ ডিসেম্বর ২০১২

আগ্রা, রায়বেরিলি, চন্দ্রপুর, ফতেপুর এবং ইটা থেকে ৭৫০ জন অভ্যাসীর এক বিরাট দল আলোচনা চক্রে যোগ দেন। গুরুদেব গায়েত্রীতে ছিলেন। তাঁর স্বাস্থের উন্নতির জন্য তাঁকে সেখানেই বিশ্রাম নেবার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল । ভ্রাঃ কমলেশের সক্রিয় যোগদান আলোচনা চক্রকে পূর্নরূপ দেয়।

১১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০১২

ঝাড়খন্ড ও বিহার থেকে প্রায় ৭৫০ জন অভ্যাসী মানাপাক্কামে আসেন। যতটা সম্ভব গুরুদেব সকলের সঙ্গে গায়েত্রীতে দেখা করেন। ১৬ ডিসেম্বর সকালে হঠাৎ সৎসঙ্গ পরিচালনা করার জন্য গুরুদেবের উপস্থিতি সকলকে বিস্মিত করে দেয়।

মঙ্গলবার ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১২

আসালাপুরমঃ, গুন্টুর ও কাডাপা কেন্দ্র থেকে ৬০০ জন এবং রাইচর থেকে ২৫ জন অভ্যাসী এই আলোচনা চক্রে অংশ নেন। নিয়মিত সৎসঙ্গ ছাড়াও বিশুদ্ধতা, সংস্কার, গুরুর ভূমিকা, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে নানা আলোচনা হয় । ভ্রাঃ কমলেশ ২৩ ডিসেম্বর রবিবার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন আর গুরুদেব গায়েত্রীতে ৮টি বিবাহ সম্পন্ন করান।

২৫ থেকে ৩০ ডিসেম্বর ২০১২

তামিল ভাষায় আয়োজিত 'অনুশীলনের ভিত্তি' বিষয়ক দুদিনের আলোচনা চক্রে শ্রীলংকা থেকে ৪০ জন অভ্যাসী যোগ দেন। বড়দিন উপলক্ষে আশ্রমে গুরুদেবের উপস্থিতি ছিল নিঃসন্দেহে মহত্ত্বপূর্ণ। সুদূর প্রবাস থেকে আগত অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য গুরুদেব এসেছিলেন। জম্মু ও কাশ্মীরের ৮০ জন অভ্যাসী এই প্রথম গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে পারেন । এছাড়াও উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও হিমাচল থেকেও অভ্যাসীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৯৫০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন।

যুব জাগরণ

সহজ মার্গে যুবকদের ভূমিকা
পানভেল আশ্রম, মুম্বাই

ভ্রাঃ মোহনদাস হেগড়ে ৬ অক্টোবর মুম্বাইয়ের পানভেল আশ্রমে প্রায় চল্লিশ জন অংশগ্রহণকারীদের জন্য এক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল মাস্টার, মিশন ও পদ্ধতি সম্পর্কে বুঝতে পারা ও যুবকদের আশ্রমের কাজে উৎসাহিত হতে অনুপ্রাণিত করা এবং একাত্ববোধ অনুভব করা।

'সাধনা সম্পর্কে ধারণা'র উপর আলোচনা হয় যেখানে সাধনার প্রতি মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ এবং কিভাবে 'আধ্যাত্মিকতায় বিন্যস্ত ভৌতিক জগৎ' চালিত করা যায় তা আলোচিত হয়। 'অভ্যাসের ধারণা' এই বিষয়ের আলোচনায় বর্তমান নিয়ে বাঁচার উপর জোর দেওয়া হয়। 'স্বেচ্ছাসেবকের গুণ' বলতে বোঝায় আত্মসমর্পণ, ধৈর্য্য, সহ্য এবং সেবাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী কাজের প্রতি আনুগত্য। 'গুরুদেব আমাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত' এই ধারণা অংশগ্রহণকারীদের ভাবতে শেখায় যে, আমাদের কাছে গুরুদেব বলতে কি বোঝায় এবং 'চরিত্রগঠন আধ্যাত্মিকতার মূল' এই বিষয়ের আলোচনায় মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি। 'সহজমার্গের দশ সূত্রের তাৎপর্য' অধিবেশনের সমাপ্তিতে আলোচিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীরা এই আলোচনায় তিনটি 'ম' এর উপর আরও ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে।

সহজ মার্গ যুব সংঘ, তিরুপ্পুর

তিরুপ্পুর কেন্দ্রে নিয়মিত ভাবে যুবকবৃন্দ সমবেত হয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের ব্যাপারে তাদের ধারণা ও অভিমত ব্যক্ত করেন। গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে ২৯ অক্টোবর "সহজ মার্গ যুব সংঘ" গড়ে ওঠে এবং খেলাধূলাও এই সংঘের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ৪ নভেম্বর উদ্বোধনী আলোচনা চক্র কানগেয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রাঃ এন.প্রকাশ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ভ্রাঃ এস.এস. রামকৃষ্ণণ, ভ্রাঃ রবি সাব্বিয়ান ও ভঃ এঝিলারাসি গুরুদেবকে স্মরণে রেখে মিশনের সেবা করে যেতে যুবকদের উৎসাহিত করেন।

এই সংঘের ২৫ জন সদস্য ১১ থেকে ১৩ নভেম্বর নাট্রামপল্লী আশ্রমে এক আধ্যাত্মিক মিলনে ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে উপস্থিত ছিলেন। সৎসঙ্গ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ছাড়াও তারা সেখানে পাড়াশোনা করে, দলগত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বে যোগ দেয়, কোন বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনা করে এবং সেখানে গুরুদেবের ডিভিডি দেখানো হয়। আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

যুবকদের জন্য 'সহিষ্ণুতা'র উপর কর্মশালা, বরোদা

১৬ ডিসেম্বর ভঃ এলিজাবেথ ডেন্‌লে বরোদা, আনন্দ ও নাদিয়াদের যুবকদের নিয়ে 'সহিষ্ণুতা' বিষয়ে কথোপকথন চালান। সহিষ্ণুতা হল 'অভ্যাসের ভিত্তি' এই শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্গত। বরোদা কেন্দ্রের পাঁচজন ফেসিলিটেটর ও ভঃ এলিজাবেথ দু-ঘন্টার এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শোনা ও বলা থেকে শুরু করে এই অনুষ্ঠানে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার উপর জোর দেওয়া হয়। হৃদয় দিয়ে শোনা ও বলা – এই ব্যাপারে গুরুদেবের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি পড়ে শোনানো হয়। প্রায় ৬০ জন অভ্যাসীকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে একজন করে ফেসিলিটেটর দেওয়া হয়েছিল অভ্যাসীদের সাহায্য ও গাইড করার জন্য।

অংশগ্রহণকারীদের এরপর জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকে যখন তারা অন্যের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে ও তাদের সম্পর্কে আঘাত লাগে, সে ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। একজন অভ্যাসী নিঃশব্দ অসহিষ্ণুতার কথা ব্যক্ত করেন যেখানে নিঃশব্দ অসহিষ্ণুতা নেতিবাচক দৈহিক ভাষায় প্রকাশিত হয়। সমাপ্তিতে প্রত্যেক অভ্যাসীকে একগুচ্ছ বক্তব্য দেওয়া হয় তার উপর মত প্রকাশ করার জন্য। মোটের উপর এই অনুষ্ঠান ফলপ্রসু হয়েছিল ও সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

প্রশিক্ষকদের বৈঠক

NCR দিল্লি জোনাল

দিল্লিতে ২৪ নভেম্বর ৮০ জন প্রশিক্ষক যোগদান করেছিলেন। ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল মানাপাক্কাম আশ্রম থেকে ভিডিও কন্ফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন পরিবর্তনকে মানিয়ে নেওয়া, হৃদয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, সংবেদনশীলতা, বিনম্রতা, সমর্পণ এবং সিটিং এর পূর্বে নিজের অবস্থা অনুধাবন করা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। ZiC ভ্রাঃ সত্য মন্ডল পরিবর্তনকে গ্রহণ করার গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। পাঁচটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে এক একটা বিষয় দেওয়া হয় আলোচনার জন্য। দলনেতা পরবর্তী বৈঠকে আলোচ্য বিষয়ের উপর কার্যকরী পরিকল্পনা পেশ করবেন। দিল্লির CiC ভ্রাঃ সুধীর মারওহা বুরারীতে জাতীয় আশ্রমের উপর এক উপস্থাপনার মাধ্যমে জমি অধিগ্রহনের পর আশ্রমের প্রগতির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন।

জয়পুর, রাজস্থান

২১ ও ২২ অক্টোবর জয়পুরের জোনাল আশ্রমে প্রশিক্ষকদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের মূল আলোচ্য ছিল চরিত্র নির্মাণ, এক সাব্-জোনাল দল গঠন করা যারা প্রশিক্ষকদের কার্যকারিতা সুসংহত করতে সাহায্য করবে, যুবকদের প্রশিক্ষণ এবং নূতন প্রশিক্ষক নির্বাচন পদ্ধতি তৈরি করা। অংশগ্রহণকারীরা চারটি সাব্ জোন এ বিভক্ত ছিল এবং কোঅর্ডিনেটর নির্বাচন করা হয়েছিল। আলোচনার পর কোঅর্ডিনেটররা তাদের কার্যকারিতার পরিকল্পনা উপস্থাপনা করে। দ্বিতীয় দিনে প্রশিক্ষক সনাক্তকরণ, তাকে উপযুক্তভাবে তৈরী করা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রভাবশালী প্রশিক্ষকে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়। এই আলোচনা পর্বের পর সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত খুশি ও অনুপ্রাণিত হন।

কর্ণাটক

৮ এবং ৯ ডিসেম্বর কর্ণাটক দক্ষিণ জোন কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষক ভ্রমণ সপ্তাহ পালিত হয়। ২৭ জন প্রশিক্ষক ২৪ টি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। ২৪ টি গৃহ সমাবেশ, ১৭ টি কেন্দ্রে পূর্ণ দিবসের কার্যক্রম ও ৬ টি কেন্দ্রে অর্ধদিবসের কার্যক্রম এই সপ্তাহান্তে পরিচালিত হয়েছিল। এই কার্যক্রমের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'মিশনের বই পড়ার গুরুত্ব'। ব্যক্তিগত সিটিং দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়, পরে সন্ধ্যায় এক গৃহ-সমাবেশে এই সাধনার প্রাথমিক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। সকালের সৎসঙ্গ দিয়ে রবিবারের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে এক দলগত আলোচনায় ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল উল্লিখিত ৯টি বই পড়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

উত্তর কর্ণাটকে প্রশিক্ষকদের ভ্রমণ

৭ ও ৮ ডিসেম্বর ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রশিক্ষক ভ্রাঃ এন.এস.নাগরাজা, ভ্রাঃ বি.জি.প্রসন্ন কৃষ্ণ ও ভ্রাঃ গিরীশ টট্লুর প্রকাশনা বিভাগের কিছু স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে নিয়ে উত্তর কর্ণাটকের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও বক্তব্য রাখেন। ZiC ভ্রাঃ রাজু কশমপুরকার ও স্থানীয় প্রশিক্ষকগণও এই পরিদর্শনে অংশগ্রহন করেন এবং তাঁরা সেদাম, শোরাপুর, যাদগির, গোগি, হামনাবাদ, ভাল্কি ও বিদার পরিদর্শন করেন। ৮ ডিসেম্বর বিদারে এক পূর্ণদিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

রবিবার ৯ ডিসেম্বর গুলবর্গা আশ্রমে উত্তর কর্ণাটক থেকে ২৭০ জন অভ্যাসী ও সমস্ত প্রশিক্ষক সমবেত হয়েছিলেন। এখানে 'হৃদয় দিয়ে সেবা'এর উপর বক্তব্য রাখা হয় ও আলোচনা করা হয়। এরপর প্রশিক্ষকদের এক বৈঠক এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় এক মুক্ত আলোচনা চক্রে ভ্রাঃ নাগরাজা, ভ্রাঃ প্রসন্ন ও ভ্রাঃ রাজু বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ৩০ জন অতিথির মধ্যে ১০ জন পরে অভ্যাস শুরু করেন।

যুগ্ম–সম্পাদকের আসাম পরিদর্শন

ইন্ডিয়ান অয়েল্ কর্পোরেশনের আসাম অয়েল্ ডিভিসনের আমন্ত্রণে ভ্রাঃ এ.পি. দুরাই ৩১ অক্টোবর ডিগ্বয় পৌঁছান 'সতর্কতা জাগরূক সপ্তাহ ২০১২' তে অংশগ্রহণ করার জন্য। বুধবার হওয়ায় তিনি স্থানীয় ৪০ জন অভ্যাসীর সঙ্গে প্রায় এক ঘন্টা মত সময় দিতে পেরেছিলেন। এই সময় অভ্যাসীদের সহজ মার্গ অভ্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে বলা হয়। তিনসুকিয়া আশ্রমে পরবর্তী রবিবার (৪ নভেম্বর) ভ্রাঃ দুরাই এর প্রত্যাবর্তনের সময় দু ঘন্টা ধরে পুনরায় একই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যাসীদের এই অনুষ্ঠান খুবই ভালো লাগে আর স্থানীয় প্রশিক্ষকগণ ভবিষ্যতে এই ধরণের আরো অনুষ্ঠান করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

১ নভেম্বর IOC ডিগবয়ের প্রধান ভিজিল্যান্স ম্যানেজার ও ঐ কেন্দ্রের প্রশিক্ষক ভ্রাঃ সুনন্দ পান্ডে স্থানীয় এক স্কুলে বিতর্কসভার আয়োজন করেন। 'হাউসের মতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত হতে হবে ছাত্রদের' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখে প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র। বিতর্ক খুব উচ্চ মানের ছিল এবং সবশেষে ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই গুরুদেবের শিক্ষা থেকে উচ্চকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষ উপস্থাপনা করেন। পরের দিন কর্মচারী ও তাদের পরিবার সতর্কতা জাগরুক সপ্তাহ পালন করে যেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। পুরস্কার বিতরণের পর তিনি বলেন ধ্যানের মাধ্যমে আমাদের অন্তরের সতর্কতার প্রয়োজন।

৩ নভেম্বর পূর্বাহ্নে স্বল্প সংখ্যক অতিথিদের জন্য ধ্যানের উপর এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ডিগবয় ও নিকটবর্তী কেন্দ্র তিনসুকিয়া, দুম দুমা, মার্ঘেরিতা, শিবসাগর থেকে ZiC ভ্রাঃ ধানী চাঁদ সহ প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন। সহজ মার্গ সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অভ্যাসীদের অনুরোধ করা হয় এবং সবশেষে ভ্রাঃ

এ.পি.দুরাই বিস্তারিত উপস্থাপনা দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করেন। সাতজন ইচ্ছুক ব্যক্তি তাদের প্রারম্ভিক সিটিং শুরু করেন।

সন্ধ্যায় ডিগবয়ের অফিসার ক্লাবে ধ্যানের মাধ্যমে আত্মোন্নতি এই বিষয়ে আলোচনা হয়। সেখানে সপরিবারে প্রায় ৫০ জন অফিসার উপস্থিত ছিলেন। যোগ্য গুরুর পথনির্দেশে ধ্যানের মাধ্যমে আত্মসংযোগ এর কথা ভ্রাঃ দুরাই বিস্তারিতভাবে জানান, যা সকলের কাছে প্রশংসিত হয়। মনে হল আধ্যাত্মিকতার বার্তা সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

AMC বিন্যাস প্রোগ্রাম, উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ

২১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২, থুমকুন্টা আঞ্চলিক আশ্রমে ১১৫ জন আশ্রম পরিচর্যা কমিটির সদস্য ও উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের অভ্যাসীদের নিয়ে এক বিন্যাস কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। কার্যক্রম এইভাবে সাজানো হয়েছিল –

- AMC সদস্যদের তাদের কেন্দ্রের অথবা আশ্রমের উপযোগী AMCর কাজের পরিধি, তাদের করণীয় বিষয় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা।
- নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে AMC মিটিং পরিচালনা ও তার রিপোর্টিং করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া।
- 'গাইড্লাইন্স্ ফর্ কম্যুনিকেশন' এই ডকুমেন্টের ভিত্তিতে সব সময় AMC মিটিং পরিচালনা করা।

অভিজ্ঞ বক্তারা অভ্যাসীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব, আশ্রমের ব্যবহার, আর্থিক নিয়মনীতি, ওয়েল্কাম ডেস্ক্, আশ্রম পরিচর্যা, শিশুকেন্দ্র, আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। স্থির করা হয় AMC ম্যানুয়ালের তেলেগু অনুবাদ শুরু করা হবে। আর্থিক নিয়মনীতির ব্যাপারে মূখ্য কার্যালয় থেকে আসা ভ্রাঃ শ্রীরামের সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়।

কার্যক্রম সম্বন্ধে গুরুদেবের বার্তা অনুসারে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি – চিন্তা, বক্তব্য ও কর্ম এগুলির উপর জোর দেওয়া হয়। কার্যক্রমের গাইড্লাইনই ছিল বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে আনন্দময় কর্ম ও বক্তব্য। আশ্রমের বিশুদ্ধ বাতাবরণ সংরক্ষিত রাখার উপরও জোর দেওয়া হয়।

গোয়াতে SMSF আশ্রমের উদ্বোধন

২৬ ডিসেম্বর গুরুদেব যেদিন ভিডিওর মাধ্যমে গোয়া আশ্রমের উদ্বোধন করলেন সেদিনই ভারতবর্ষের পঃ উপকূলে গোয়া, মিশনের মানচিত্রে নিজের স্থান চিহ্নিত করে নিল । মুম্বাই কেন্দ্রের ভ্রাঃ কে.ডি.কোসাম্বে সানকোয়ালে গ্রামে প্রায় ২.৫ একর জমি সহ একটা বাড়ি মিশনকে দান করেন । এখানে প্রায় ৮০ জন অভ্যাসী একসাথে ধ্যানকক্ষে সমবেত হতে পারে । ভ্রাঃ কোসাম্বে, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বিরাজ, ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণ, ভ্রাঃ সুধীর মারওহা এবং ভ্রাঃ আদিত্য আর্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । গুরুদেব বলেন, "বাবুজী প্রায়ই আমাকে বলতেন প্রত্যেক বাড়িই আশ্রম হওয়া উচিত । অন্তরাত্মার প্রতিফলন এই আশ্রমেই সম্ভব ।"

ভ্রাঃ পি.আর.কৃষ্ণ সকাল ন'টার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । প্রায় ৮৫ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন । গোয়া আশ্রমের উন্নয়ন ও পরিচালনা কমিটি আশ্রমের ধ্যানকক্ষ ও পারিপার্শ্বিকতার উন্নতি সাধনে এখন যথেষ্ট উৎসাহী ।

ফেসিলিটেশন্ প্রদর্শন, লখ্নৌ

৭ থেকে ৯ ডিসেম্বর লখ্নৌ আশ্রমে হিন্দী ভাষায় এক ফেসিলিটেটর প্রদর্শন কার্যক্রম এবং GITP পরিচালনা করা হয়েছিল । উত্তরপ্রদেশের চার অঞ্চল (ইউ.পি–পূর্ব, ইউ.পি–মধ্য, ইউ.পি–পশ্চিম ও উত্তরাখণ্ড) থেকে ৬৫ জন অংশগ্রহণকারী তাদের সাত কোচ – ভঃ ছবি শিশোদিয়া, ভঃ পুনম বাব্বার, ভঃ নন্দিতা মাথুর ও ভঃ বিমলা শেওরান এবং ভ্রাঃ নীরজ লাভানিয়া, ভ্রাঃ জীগ্নেশ সীলাট ও ভ্রাঃ ওম প্রকাশ খেজ্রিওয়াল সহ এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল ।

৭ ডিসেম্বর সৎসঙ্গের পর কোচেরা দুটি ছোট নাটিকা প্রদর্শন করেন । ভ্রাতৃভাবে অন্যকে গ্রহণ করার উপর বিভিন্ন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । নৈশভোজের পর বিভিন্ন দল থেকে কতিপয় অংশগ্রহণকারীকে পরদিনের কার্যক্রমের জন্য ফেসিলিটেটর নির্বাচিত করা হয় ।

৮ ডিসেম্বর 'ধ্যান'এর উপর কার্যক্রম অংশগ্রহণকারীদের আত্ম বিশ্লেষণ ও আত্ম পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে সাধনার অভ্যাস সম্বন্ধে এক স্বচ্ছ ধারণা করতে সাহায্য করে । সম্ভাব্য অভ্যাসীদের কেমনভাবে সহজ ও সরল উপায়ে ধ্যান বিষয়ে ব্যাখ্যা করা যায়, তার উপরও আলোচনা হয় ।

৯ ডিসেম্বর 'সাফাই'এর উপর আলোচনা হয় । এই আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল যাতে অংশগ্রহণকারীরা সাফাই এর গুরুত্ব বুঝতে পারে এবং সনাক্ত ও সংশোধন করে নতুন অভ্যাসীদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে ।

নতুন প্রকাশনা

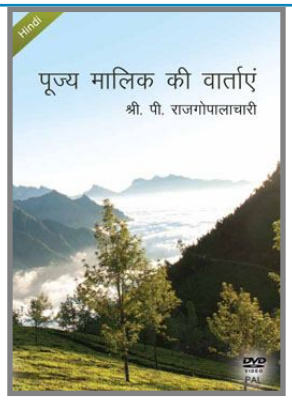

Pujya Malik ke Varthayen
Hindi DVD

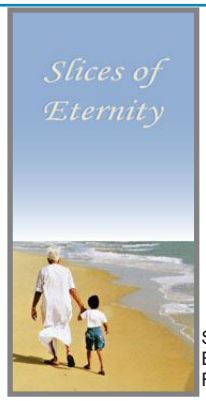

Slices of Eternity
English
Fanfold Booklet

Tales of Wonder-Vol-3
English
Children's Book

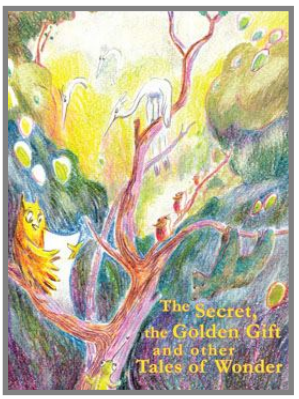

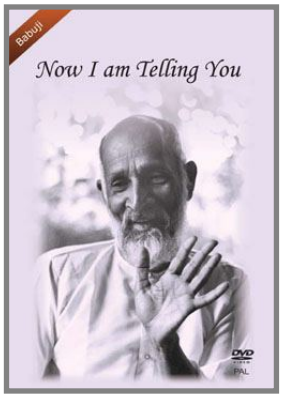

Now I am Telling You
English DVD

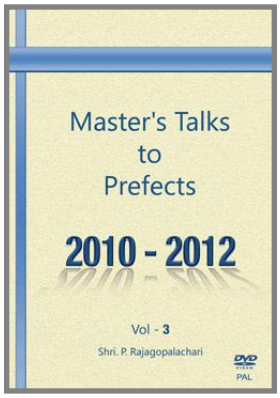

Master's Talks to Prefects Vol-3
(2010-2012)
English DVD

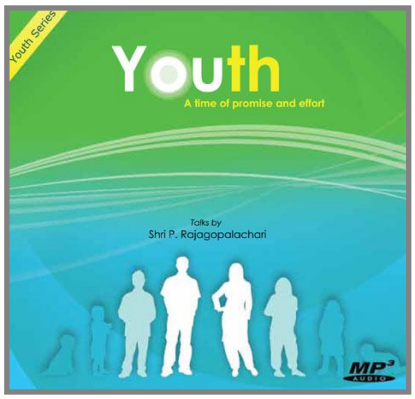

Youth - A time of promise and effort
English MP3

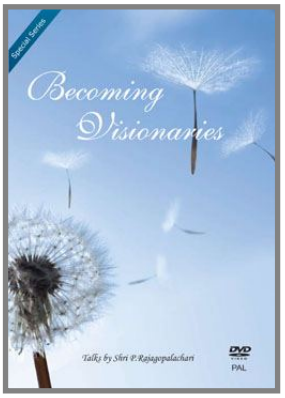

Becoming Visionaries
English DVD

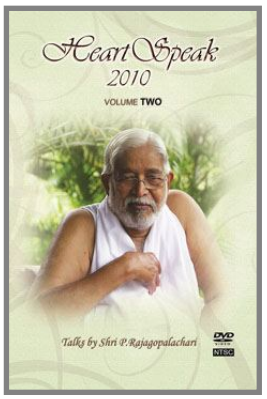

HeartSpeak-2010
Vol-2
English DVD

প্রকাশনা স্বেচ্ছাসেবী কর্মশালা, গুলবার্গা, উত্তর কর্ণাটক

৭ ও ৮ ডিসেম্বর ২০১২ কর্ণাটকের গুলবার্গা আশ্রমে ভ্রাঃ ভেঙ্কট রাও ও ব্যাঙ্গালোরের একটি দল দু দিনের প্রকাশনা স্বেচ্ছাসেবী কর্মশালার আয়োজন করেছিল যেখানে উত্তর কর্ণাটক, মুম্বাই ও হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবী অংশগ্রহণ করেছিল। এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা বাড়ানো যাতে প্রকাশনা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ, গুরুদেবের বার্তা, বই, অডিও–ভিডিও, ফোটো ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করা ও অভ্যাসীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস তৈরী করা। এই শিক্ষণ কার্যক্রমে প্রবুদ্ধ বক্তৃতা, দলগত আলোচনা , খেলাখেলা, বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যকলাপ এর মহড়া, বিক্রয়ের জন্য স্টল এবং তারপর হিসাবপত্র ও সমস্ত বই সংগ্রহ করা হয়। দুদিনের এই কার্যক্রম খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এবং স্বেচ্ছাসেবীরা এই অনুষ্ঠানে খুব উপকৃত হয়েছিল।

তেলেগু অনুবাদ প্রশিক্ষণ

গুরুদেবের কাজ ইংরাজী থেকে আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের জন্য শুধু দুটো ভাষাতে দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, বরং সহজ মার্গ শিক্ষার গভীর অনুধাবন প্রয়োজন । ১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর থুম্কুন্টা জোনাল আশ্রমে এক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ, ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী থেকে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে । এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল বিষয়ের সাবলীল ও গুণগত মানের অনুবাদ করা, মূল বিষয়বস্তুকে অবিকৃত রেখে । অনুবাদের মূল 'অর্থ, সরলতা, সাবলীলতা ও উৎসাহ' যার মানে হল "অর্থকে অনুবাদ করো, ভাষাকে রাখ সহজ ও সরল, সাবলীলতা বজায় রাখ এবং উৎসাহের সাথে অনুবাদ করো।"

দুদিনের এই কার্যক্রম ভ্রাঃ অনন্ত, কামেশ্বর ও কৃষ্ণা রাও পরিচালনা করেন । অনুবাদকদের জন্য বর্তমান অনুবাদ প্রনালী ও নিয়মনীতির উপর উপস্থাপনা, অনুবাদ সহায়ক সফ্ট্ওয়ারের উপর হাতে হাতে কাজ করা এবং অনুবাদের ব্যাবহারিক অনুশীলন ছিল এই কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

অনুশীলনের ভিত্তি

নতুন ভাবে পরিকল্পিত 'অভ্যাসের ভিত্তি' কার্যক্রম আমেদাবাদ এবং জয়পুরে তিন দিনের জন্য ও উডুপিতে এক দিনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

১২ থেকে ১৪ অক্টোবর গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মুম্বাই থেকে প্রায় ১৬৩ জন অভ্যাসী আমেদাবাদে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ৩০ জন ফেসিলিটেটর ও ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবী এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করে। মিশনের পুস্তিকা থেকে যথোপযুক্ত উপকরণ ও গুরুদেবের বক্তৃতার অডিও–ভিডিওর সহায়তায় প্রশিক্ষণ খুব প্রাণবন্ত ছিল। এই অনুষ্ঠানে পনের বছরের অধিক সময়ব্যাপী অভ্যাসীও তাদের সহজ মার্গ সাধনার ধারণার আমূল পরিবর্তন অনুভব করেছে । সবশেষে প্রত্যেকে এটা বুঝেছে যে, প্রকৃত অর্থে সহজ মার্গ অভ্যাসী হতে হবে।

২৪ থেকে ২৬ নভেম্বর জয়পুর জোনাল আশ্রমে হিন্দী কার্যক্রমে রাজস্থান থেকে ৭০ জন অংশগ্রহণকারী এবং ৬ জন ফেসিলিটেটর যোগদান করে। বিভিন্ন অধিবেশনে ও ভিডিও প্রদর্শনীতে প্রত্যেকে সম্পূর্ণরূপে সিক্ত ছিল । তারা অনুভব করেছিল তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হয়েছে । অংশগ্রহণকারীরা এই কার্যক্রম ও তার পরিচালনার ভূয়সী প্রসংসা করেন। এই আঞ্চলিক আশ্রমে প্রাথমিক সুযোগ সুবিধাগুলি স্বেচ্ছাসেবকদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রেমসিক্ত হয়ে পরিবেশিত হয়েছিল।

১৬ ডিসেম্বর উডুপীর কাছে পেরামপল্লী আশ্রমে 'দিনলিপি লিখন'এর উপর কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ১৩ জন অংশগ্রহণকারী ও দুজন ফেসিলিটেটর ছিলেন। আলোচনায় দিনলিপি লিখনের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ তুলে ধরা হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ও চরিত্র নির্মাণের সাধনী হিসাবে একে বর্ণনা করা হয়। দিনলিপি লিখন বিষয়ে গুরুদেবের উদ্ধৃতি থেকে এক উপস্থাপনা এবং অন্যান্য ভিডিও দেখানো হয়। অনুষ্ঠান কানাড়া ও ইংরাজীতে পরিচালিত হয়েছিল। 'ধ্যান'এর উপর পরবর্তী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা আরো অনেক অভ্যাসীদের উৎসাহিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কার্যক্রমের ফীড্ব্যাক অতি উৎসাহব্যাঞ্জক ছিল।

আশ্রমের বিভিন্ন অনুষ্ঠান

পুরানো ও নতুন অভ্যাসীদের একত্রিত করার উদ্দেশ্যে রবিবার আশ্রমে পূর্ণদিবস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দলগত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অভ্যাসীদের সাধনা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ দূরীভূত হয়। এই ধরণের অনুষ্ঠান অভ্যাসীদের নিয়মিত সাধনায় উৎসাহিত করে ও লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। বিভিন্ন আশ্রমে পূর্ণদিবস ও অর্ধ–দিবস অনুষ্ঠানের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল।

২ অক্টোবর তামিলনাড়ুর অবিনাশী কেন্দ্রে অর্দ্ধ–দিবসের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ৫০ জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং নতুন অভ্যাসীদের কাছে সহজ মার্গ ব্যাখ্যা করা হয়। সহজ মার্গ সাধনার প্রাথমিক বিষয় গুলো এতে আলোচিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা যতদূর সম্ভব নীরবতা বজায় রাখে এবং হৃদয়ের কথা শুনতে চেষ্টা করে।

২৩ অক্টোবর কেরালার পায়ানুরে অংশগ্রহণকারীরা হুইস্পার ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড্ থেকে উদ্ধৃতি নিয়ে এক উপস্থাপনা তৈরি করেন। উত্তর মালাবার সাব্–জোন থেকে ২০০ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

রাজস্থানের ভীলওয়ারা কেন্দ্রের যুবকবৃন্দ ৪ নভেম্বর এক পূর্ণ দিবস অনুষ্ঠান করেন। কার্যক্রমের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'গুরু'। সেখানে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও এক অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং গুরুদেবের ডিভিডি "সহজ মার্গ টুওয়ার্ড্স্ ইন্ফিনিটি" দেখানো হয়। সমস্ত অংশগ্রহণকারী যুবকদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

১৮ নভেম্বর কেরালা আলুভা কেন্দ্রে ২০০ অভ্যাসীদের নিয়ে এক পূর্ণ দিবস অনুষ্ঠান হয়। সৎসঙ্গ ছাড়াও গুরুদেবের বক্তব্য, প্রশ্নোত্তর পর্ব, গান বাজনা ও কবিতা আবৃত্তি ছিল অনুষ্ঠানের অন্যান্য মুখ্য বিষয়। 'দেবত্ব' ও ন'টার 'সার্বজনীন প্রার্থনা' এইসব বিষয়ের উপরও অলোকপাত করা হয়।

২ ডিসেম্বর অন্ধ্র প্রদেশের তিরুপতি কেন্দ্র ১৫০ জন অভ্যাসী নিয়ে এক অন্য ধরণের পূর্ণ দিবস কার্যক্রমের ব্যবস্থা করেছিল। অভ্যাসীরা নিজেরাই কতকগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেদের আত্ম–মূল্যায়ন করেছিল। প্রশ্নগুলো ছিল মাল্টিপিল্ চয়েস্ ধরণের আর উত্তরগুলোর রেটিং নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল। সহজ মার্গ, অন্যদের প্রতি অভ্যাসীর ব্যবহার, স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ ও আশ্রম সম্বন্ধীয় প্রশ্নই করা হয়েছিল। এই ধরণের ক্রিয়াকলাপ অভ্যাসীদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে ও তাদের আধ্যাত্মিক প্রগতিতে সাহায্য করেছিল।

দক্ষিণ তামিলনাড়ুতে (২০১২) শিক্ষকদের মধ্যে সহজমার্গের প্রচার

২৩ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর যুগ্ম সম্পাদক ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই দক্ষিণ তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জায়গায় মুক্ত আলোচনা চক্র পরিচালনা করেন। প্রথম তিন দিনের অনুষ্ঠান ছিল থাঞ্জাভুর, আরিয়ালুর, থিরুভারুর ও পুডুকোট্টাই এ। তিরুনেলভেলি ও কন্যাকুমারী জেলায় পরবর্তী ৬ দিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল। এই মুক্ত আলোচনা চক্রগুলি মুখ্যত শিক্ষকদের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭টি স্কুলে প্রায় ৭৫০ জন শিক্ষক এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২০০ জন ধ্যান শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সকলকে সহজ মার্গের প্রাথমিক পুস্তিকা প্রদান করা হয় যাতে তাঁরা অভ্যাস শুরু করার পূর্বে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে পারেন।

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, স্কুলের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকগণকে পূর্বে কার্যক্রম সম্বন্ধে যথার্থ অবগত করা হয়নি। তাই স্থির করা হয়েছে তাঁদের কাছে মুক্ত আলোচনা চক্রের জন্য আবেদন করতে যাওয়ার আগে, তাঁদেরকে আবেদন পত্রের সাথে সাথে মিশনের কিছু পুস্তিকা পাঠানো হবে।

যখন ভ্রাঃ দুরাই গুরুদেবকে বলেন যে, বিগত কয়েক দশকের তুলনায় সম্ভবতঃ এখন জনগণ সহজ মার্গের বার্তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছে। উত্তরে গুরুদেব বলেন, "এইজন্য বাবুজী মহারাজ বলতেন জনগণের হৃদয় উন্মুক্ত হতে শুরু করেছে।"

যারা এই কার্যক্রমের আয়োজন করেছিলেন সেই সমস্ত প্রশিক্ষক ও অভ্যাসীদের কাছে এই পর্বের মুক্ত আলোচনা চক্রগুলি প্রশিক্ষণ স্থল হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রশিক্ষক ভ্রাঃ নাল্লায়িরাম (ভাল্লিয়ুর), ভ্রাঃ আনবালাগান (তিরুনেলভেলি), ভ্রাঃ ডঃ নাথান (নাগেরকয়েল), ভ্রাঃ কৃষ্ণরাজন (ভাদাকানকুলাম) এবং ভঃ ডঃ রাজালক্ষ্মী (তিরুনেলভেলি) সকলেই স্বেচ্ছাসেবকদের সক্রিয় সহায়তা পেয়েছেন। তাঞ্জাভুর ও তার নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলিতে ZiC ভ্রাঃ বি.এস.মুরুগান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং স্থানীয় প্রশিক্ষক ভ্রাঃ সুব্রামনিয়ান, ভ্রাঃ পোয়ামোঝি ও ভঃ কমলাক্ষী তাঁকে সাহায্য করেন। গুরুদেবের উপস্থিতি এই কর্মযজ্ঞকে আরো পরিব্যাপ্ত করেছিল এবং মনে হচ্ছিল তিনি সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন এই ধরণের অনুষ্ঠান করার জন্য।

আনন্দ আশ্রম, গুজরাট

জ্যোতির্কেন্দ্র

"তাই আমাদের যা হতে হবে, তার জন্য গুরুদেবকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। তোমাকে তোমার অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখতে হবে সহজ মার্গ তোমার জন্য কি করছে। তাহলেই আমরা এই পথে শান্ত অচঞ্চল হয়ে এগিয়ে যেতে পারব অন্য সব কিছুর দিকে না তাকিয়ে। আমাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, যে লক্ষ্য আমার সামনে। যে আমাকে দেখায় আমাকে কি হতে হবে। নিজের দিকে তাকিয়ে আমাকে বুঝতে হবে আমার থেকে কি ফেলে দিতে হবে, অথবা আমাকে কি গ্রহণ করতে হবে বা বর্জন করতে হবে। তখনই আমাদের যাত্রাপথ হবে সহজ, সরল ও উপযোগী এবং তখনই দ্রুত লক্ষ্যপ্রাপ্তি ঘটবে।"

গুরুদেবের ভাষণ, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৪, আনন্দ, গুজরাট

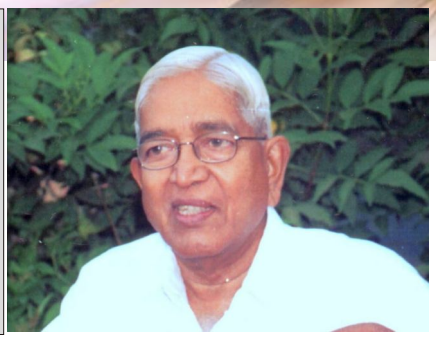

গুজরাটের আনন্দে যে আশ্রম, গুরুদেব তার নামকরণ করেন "আনন্দাশ্রম" কারণ এখানে এসে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। আনন্দ হল জেলার সদর শহর আমেদাবাদ ও বরোদার মাঝে অবস্থিত এবং আমূল ডেয়ারী, IRMA ও NDDBর জন্য বিখ্যাত। এগুলো ছিল 'হোয়াইট্ রিভলিউশন'এর অগ্রদূত।

৮০র দশক ও ৯০র দশকের প্রথম দিকে এবং পরে ১৯৯২ – ৯৩ সালে যখন গুরুদেবের স্ত্রী সুলোচনা মামী চিকিৎসার জন্য আনন্দে ছিলেন, গুরুদেবের ঘন ঘন পরিদর্শনের ফলে এই আশ্রম বড় হয়ে ওঠে। গুরুদেব IRMA, ন্যাশনাল ডেয়ারী ডেভেলপ্মেন্ট্ বোর্ড এবং ভেটেরনারী কলেজে বক্তৃতা দিয়েছিলন।

১৯৯৫ এ গুরুদেব ভ্রাঃ পি.এস.ভার্গবকে তাঁর বাসভূমির একাংশে শেড বানিয়ে SRCM এর ধ্যান কক্ষ বানানোর অনুমতি দেন। গুরুদেব এর নামকরণ করেন 'মণ্ডপম্'। ১৯৯৬এ ভঃ অঞ্জনা নাগর আনন্দ থেকে ৫ কিমি দূরে হ্যাডগাড গ্রামে এক টুকরো ছোট্ট জমি আশ্রমের জন্য বিনম্র উপাচার হিসাবে দান করেন। জানুয়ারী ১৯৯৭এ, গুরুদেব আশ্রমের জমি পরিদর্শন করেন এবং কলোনীর নামকরণ করেন শ্রীরামচন্দ্র পুরম। তখনকার ZiC ভ্রাঃ মধুকর কোচার ২০০০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে নতুন ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন করেন। এখানে ১৫০ জন অভ্যাসী বসতে পারেন। এই অনুষ্ঠানে ১৬৫ জন অভ্যাসী আনন্দ, বরোদা, বনকবোরি এবং নাদিয়াদ কেন্দ্র থেকে সমবেত হয়েছিলেন।

২০০৪ এর ২৯ জানুয়ারী গুরুদেব আশ্রম পরিদর্শন করেন। এই সময়ের মধ্যে বাইরের বারান্দার সংযোজন হয়েছিল এবং পড়ে থাকা জায়গায় এক মনোরম বাগিচা গড়ে উঠেছিল কারণ সেখানে এক জলের উৎস সন্ধানও সম্ভব হয়েছিল। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব আশ্রমের সামনে এক কদম্ব বৃক্ষের চারা লাগিয়েছিলেন, যেটা আজ প্রায় ৪০ ফুট লম্বা হয়ে অন্যান্য বৃক্ষরাজির সাথে বিরাজমান আর এর শাখাপ্রশাখা আশ্রমকে এক অনুপম সৌন্দর্য প্রদান করেছে।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.